Released 8-7-1953

টাস্ ফিল্মসের
নিবেদন

জয়মাকালী বোর্ডিং

টাস্ ফিল্মস্-এর নিবেদন

জয় মা কালী বোর্ডিং

চিত্র-নাট্য ও পরিচালনা : **সাধন সরকার**

কাহিনী ও সংলাপ : শৈলেশ দে
গীতিকার : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
সুর-সৃষ্টি : শ্যামল মিত্র
চিত্র-শিল্পী : বিজয় দে
শব্দ-যন্ত্রী : শিশির চট্টোপাধ্যায়
শিল্প-নির্দ্দেশনা : পাঁচু চক্রবর্ত্তী
স্থির-চিত্র : নিতাই ঘোষ

প্রধান ব্যবস্থাপক : বিনয় দে
সম্পাদনা : রমেশ যোশী
রূপসজ্জা : প্রাণানন্দ গোস্বামী
পটশিল্পী : কবি দাশগুপ্ত
সাজ-সজ্জা : ষ্টুডিও সাপ্লাই
পরিচয় লিখন : দিগেন ষ্টুডিও
প্রচার : বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

● সহকারী ●

পরিচালনায় : ভবেন দাস, শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় ● ব্যবস্থাপনায় : চুণী বর্মন, পরেশ, শান্তি চিত্রশিল্পে : বিমল কুমার রায়, লাল সিং, ক্ষেত্র লেঙ্কা ● শব্দযন্ত্রে : জগজিৎ দাস, সুধীর জানা ● শিল্প নির্দ্দেশ : পরেশ মালাকার, হরেন দাস ● সম্পাদনায় : গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় ● পট-শিল্পে : রবি দাশগুপ্ত ● রূপসজ্জায় : বিজয় নন্দন, ভীম নস্কর সাজসজ্জায় : বিশু, কার্ত্তিক ● আলোক-সম্পাতে : অনিল দত্ত, হেমন্ত দাস সুখরঞ্জন দত্ত, মণ্টু সিং।

● রূপায়নে ●

তৃপ্তি মিত্র, তপতী ঘোষ, রাণীবালা, রাজলক্ষ্মী (বড়), রেখা চট্টোপাধ্যায়, সান্ত্বনা বন্দ্যোঃ শান্তি, ছবি বিশ্বাস, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী লাহিড়ী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় সাধন সরকার, অনুপকুমার, জহর রায়, তুলসী চক্রবর্ত্তী, হরিধন মুখোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা নবদ্বীপ হালদার, নৃপতি চ্যাটার্জি, আশু বসু, অজিত চট্টোপাধ্যায়, সুধাংশু মুখোপাধ্যায় সুপ্রভাত, মাষ্টার সুখেন, সিধু গাঙ্গুলী, অমর বিশ্বাস, বিজয় দত্ত, বিভূতি দাস, উৎপল নগেন, ললিত, নিতাই, নন্তু, কল্যাণ, অনু, গোষ্ট ঘোষ, চুণী, ফেলী।

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে আর, সি, এ, শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও
ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরিজ লিঃ-এ পরিস্ফুটিত

নেপথ্য কণ্ঠ-সঙ্গীতে : গায়ত্রী বসু ও শ্যামল মিত্র

একমাত্র পরিবেশক : **নারায়ণ পিক্‌চার্স লিমিটেড**

গল্পাংশ

'দি গ্রেট এশিয়া জয় মা কালী বোর্ডিং'—নামটা যতই গালভরা হোক্ না কেন—এখানে যেমন খাবারের ব্যবস্থা, তেমনি ঘর-দোরের অবস্থা!

পাঁচটি শিক্ষিত তরুণ রামকানাই, কল্যাণ, দিলীপ, অখিল ও শ্যামল আর কোথাও আশ্রয় না পেয়ে এখানেই এতদিন মাথা গুজে পড়েছিল। কিন্তু বকধার্মিক মালিক গজানন হালদারের অত্যাচারের সীমা ছাড়িয়ে যায়। পাঁচ বন্ধু শেষে 'তিতি বিরক্ত' হ'য়ে ঠিক্ করে আর হোটেল নয়, এবার ঘরভাড়া ক'রে থাক্তে হবে।

কিন্তু কোথায় ঘর?···অনেক কষ্টে শেষে এক বাড়ীর নীচের তলা ভাড়া পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলো। 'ভদ্র পরিবার'কে বাড়ীর অংশ বিশেষ ভাড়া দেওয়া হবে। বন্ধুরা বিবাহিত রামকানাইকে, দেশ থেকে তার স্ত্রীকে আন্তে অনুরোধ ক'র্লো। কিন্তু রামকানাই-এর পক্ষে কোনও রকমেই দেশ থেকে স্ত্রীকে কল্কাতায় আনা সম্ভবপর নয়।

তবুও রামকানাই বন্ধুদের নিয়ে বাড়ীর মালিক রায় বাহাদুর বি, ব্যানার্জির সঙ্গে দেখা করতে গেল। রায় বাহাদুর 'ব্লাড্ প্রেসারের' রোগী; নড়া-চড়া বারণ —আর গিন্নী চোখে কম দেখেন।

বুদ্ধিমান রামকানাই 'প্ল্যান' ঠিক্ করে ফেল্লো। বউ নিয়ে থাক্বে বলে সঙ্গে সঙ্গে ঘরভাড়া ক'রে এলো।

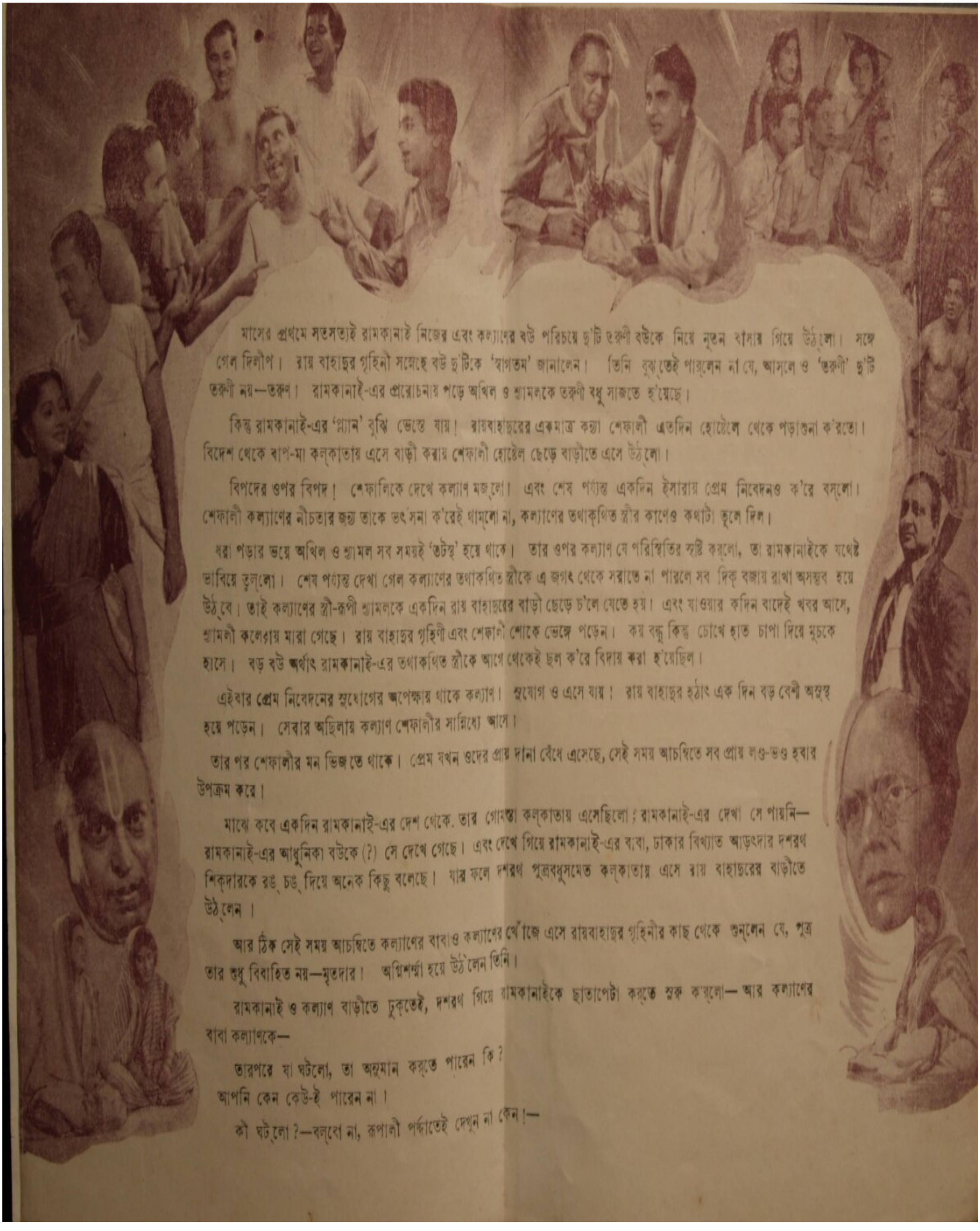

মাসের প্রথমে সত্যসত্যই রামকানাই নিজের এবং কল্যাণের বউ পরিচয়ে দু'টি তরুণী বউকে নিয়ে নূতন বাসায় গিয়ে উঠ্‌লো। সঙ্গে গেল দিলীপ। রায় বাহাদুর গৃহিনী সস্নেহে বউ দু'টিকে 'স্বাগতম' জানালেন। তিনি বুঝ্‌তেই পার্‌লেন না যে, আসলে ও 'তরুণী' দু'টি তরুণী নয়—তরুণ। রামকানাই-এর প্ররোচনায় পড়ে অখিল ও শ্যামলকে তরুণী বধূ সাজতে হ'য়েছে।

কিন্তু রামকানাই-এর 'প্ল্যান' বুঝি ভেস্তে যায়! রায়বাহাদুরের একমাত্র কন্যা শেফালী এতদিন হোষ্টেলে থেকে পড়াশুনা ক'রতো। বিদেশ থেকে বাপ-মা কল্‌কাতায় এসে বাড়ী করায় শেফালী হোষ্টেল ছেড়ে বাড়ীতে এসে উঠ্‌লো।

বিপদের ওপর বিপদ! শেফালিকে দেখে কল্যাণ মজ্‌লো। এবং শেষ পর্য্যন্ত একদিন ইসারায় প্রেম নিবেদনও ক'রে বস্‌লো। শেফালী কল্যাণের নীচতার জন্য তাকে ভৎ'সনা ক'রেই থাম্‌লো না, কল্যাণের তথাকথিত স্ত্রীর কাণেও কথাটা তুলে দিল।

ধরা পড়ার ভয়ে অখিল ও শ্যামল সব সময়ই 'তটস্থ' হয়ে থাকে। তার ওপর কল্যাণ যে পরিস্থিতির সৃষ্টি কর্‌লো, তা রামকানাইকে যথেষ্ট ভাবিয়ে তুল্‌লো। শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল কল্যাণের তথাকথিত স্ত্রীকে এ জগৎ থেকে সরাতে না পারলে সব দিক্ বজায় রাখা অসম্ভব হয়ে উঠ্‌বে। তাই কল্যাণের স্ত্রী-রূপী শ্যামলকে একদিন রায় বাহাদুরের বাড়ী ছেড়ে চ'লে যেতে হয়। এবং যাওয়ার কদিন বাদেই খবর আসে, শ্যামলী কলেরায় মারা গেছে। রায় বাহাদুর গৃহিণী এবং শেফালী শোকে ভেঙ্গে পড়েন। কয় বন্ধু কিন্তু চোখে হাত চাপা দিয়ে মুচকে হাসে। বড় বউ অর্থাৎ রামকানাই-এর তথাকথিত স্ত্রীকে আগে থেকেই ছল ক'রে বিদায় করা হ'য়েছিল।

এইবার প্রেম নিবেদনের সুযোগের অপেক্ষায় থাকে কল্যাণ। সুযোগ ও এসে যায়! রায় বাহাদুর হঠাৎ এক দিন বড় বেশী অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেবার অছিলায় কল্যাণ শেফালীর সান্নিধ্যে আসে।

তার পর শেফালীর মন ভিজ্‌তে থাকে। প্রেম যখন ওদের প্রায় দানা বেঁধে এসেছে, সেই সময় আচম্বিতে সব প্রায় লণ্ড-ভণ্ড হবার উপক্রম করে।

মাঝে কবে একদিন রামকানাই-এর দেশ থেকে তার গোমস্তা কল্‌কাতায় এসেছিলো; রামকানাই-এর দেখা সে পায়নি—রামকানাই-এর আধুনিকা বউকে (?) সে দেখে গেছে। এবং দেখে গিয়ে রামকানাই-এর বাবা, ঢাকার বিখ্যাত আড়ৎদার দশরথ শিক্‌দারকে রঙ্ চঙ্ দিয়ে অনেক কিছু বলেছে। যার ফলে দশরথ পুত্রবধুসমেত কল্‌কাতায় এসে রায় বাহাদুরের বাড়ীতে উঠ্‌লেন।

আর ঠিক সেই সময় আচম্বিতে কল্যাণের বাবাও কল্যাণের খোঁজে এসে রায়বাহাদুর গৃহিনীর কাছ থেকে শুন্‌লেন যে, পুত্র তার শুধু বিবাহিত নয়—মৃতদার। অগ্নিশর্ম্মা হয়ে উঠ্‌লেন তিনি।

রামকানাই ও কল্যাণ বাড়ীতে ঢুক্‌তেই, দশরথ গিয়ে রামকানাইকে ছাতাপেটা কর্‌তে সুরু ক'র্‌লো—আর কল্যাণের বাবা কল্যাণকে—

তারপরে যা ঘটলো, তা অনুমান কর্‌তে পারেন কি?

আপনি কেন কেউ-ই পারেন না।

কী ঘট্‌লো?—বল্‌বো না, রূপালী পর্দ্দাতেই দেখুন না কেন!—

সঙ্গীতাংশ

(১)

তোমার চোখে বল নামলো কি ঐ দূর আকাশের নীল,
আমার রেণু তোমার গানে আজ পায় যে খুঁজে মিল ॥
আজ থামলো কি আমলকী ছায়
ঝর ঝর সেই সুর জানি না ;
আজ ভুললো কি দুললো কি মন
কাছে কি এলো সুদূর জানি না ।
ঝিরি ঝিরি ঝাউয়ের ঝালর হোলো ঝিলিক্ ঝিল্‌মিল ।
সারা বেলা আজ কাকলী গুঞ্জন গুনছি,
আর মনে মনে স্বপ্নের' মায়াজাল বুন্‌ছি,
জানিনা কখন পাব তোমায়—
তারি আশায় প্রহর গুনছি ;
হায় খেয়ালী এ, হেঁয়ালীতে মোর কি আছে আর কি নাই জানিনা—
নব মিতালীর এ গীতালিতে আজ কোন্ সে দোলা চায় জানিনা—
আজ ফাল্গুনীর ঐ উল্লাসে ভরে প্রাণের নিখিল ॥

(২)

সাকী—ভ্রমর সাকী আঙুর বনে গুঞ্জর বাজায় পা—
খুশী দিলের দিলরুবাতে সুর সে রেখে যায় ॥
জীবনের এই পান্থশালায়,
বাঁধা তুমি আমার মালায়,
জাননা কি হৃদয় আমার কি শুনিতে চায় ॥
ওমর খৈয়াম—এই নিরালায় পান পেয়ালায়
রঙ্গীন সরাব ঢালো গো ;
জাফরাণী লাল ঠোঁটের কোণে
জ্বালাও হাসির আলো গো—

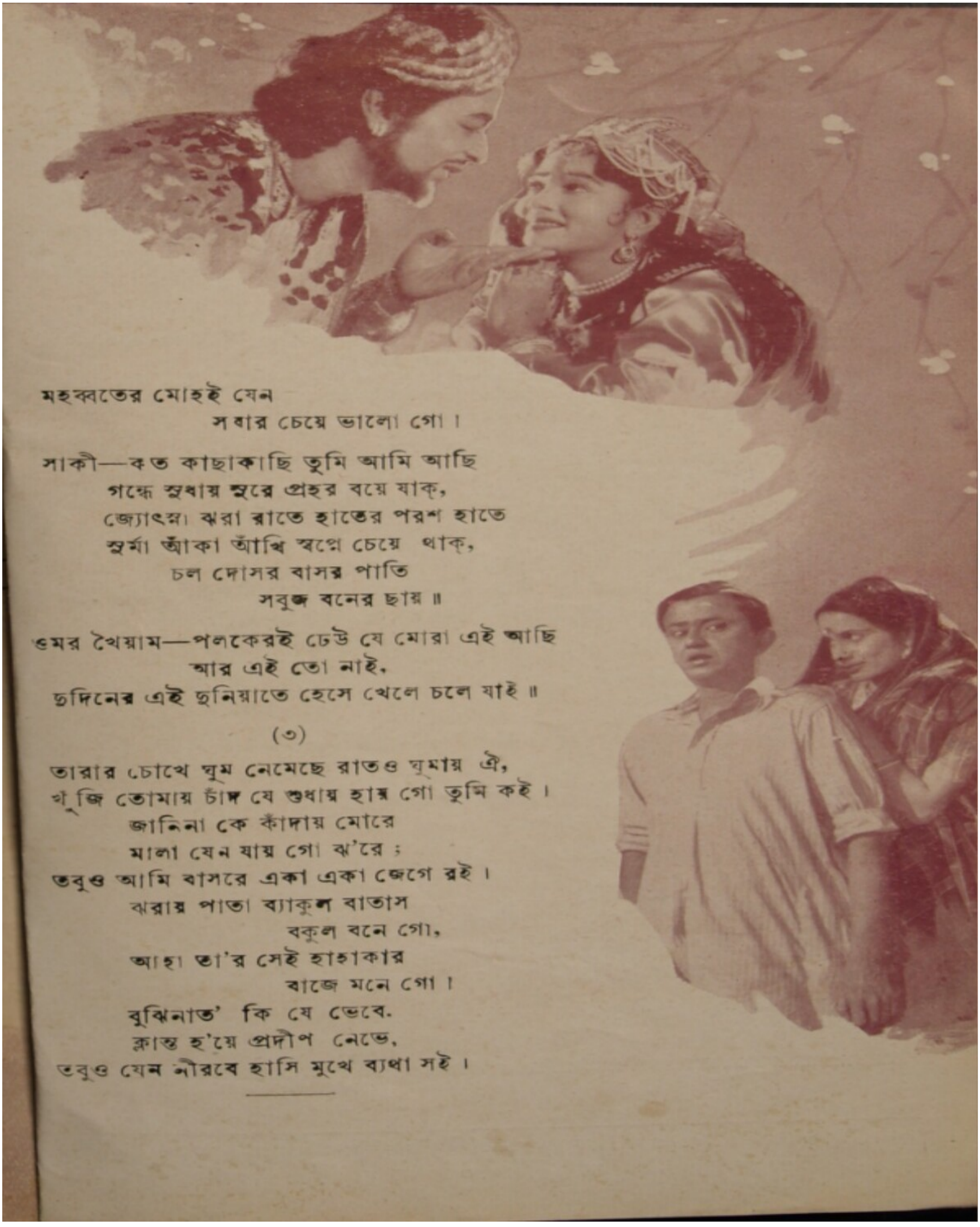

মহব্বতের মোহই যেন
সবার চেয়ে ভালো গো।

সাকী—কত কাছাকাছি তুমি আমি আছি
গন্ধে সুধায় সুরে প্রহর বয়ে যাক্,
জ্যোৎস্না ঝরা রাতে হাতের পরশ হাতে
সুর্মা আঁকা আঁখি স্বপ্নে চেয়ে থাক্,
চল দোসর বাসর পাতি
সবুজ বনের ছায় ॥

ওমর খৈয়াম—পলকেরই ঢেউ যে মোরা এই আছি
আর এই তো নাই,
দুদিনের এই দুনিয়াতে হেসে খেলে চলে যাই ॥

(৩)

তারার চোখে ঘুম নেমেছে রাতও ঘুমায় ঐ,
খুঁজি তোমায় চাঁদ যে শুধায় হায় গো তুমি কই।
জানিনা কে কাঁদায় মোরে
মালা যেন যায় গো ঝ'রে ;
তবুও আমি বাসরে একা একা জেগে রই।
ঝরায় পাতা ব্যাকুল বাতাস
বকুল বনে গো,
আহা তা'র সেই হাহাকার
বাজে মনে গো।
বুঝিনাত' কি যে ভেবে,
ক্লান্ত হ'য়ে প্রদীপ নেভে,
তবুও যেন নীরবে হাসি মুখে ব্যথা সই।

নারায়ণ পিকচার্স লিঃ

পরিবেশিত

আগামী তিনটি অনন্যসাধারণ ছবি

জি, আর, ডি,
প্রোডাকসন্সের
নিবেদন

ছায়াসঙ্গিনী

শ্রেষ্ঠাংশে :
অনুভা, মঞ্জু,
বসন্ত, ছবি

চিত্রনাট্য : মন্মথ রায়

মর্ত্যের মৃত্তিকা

প্রযোজনা ও পরিচালনা : সুধীর মুখোপাধ্যায়

কাহিনী : রুবেন রায় চিত্রনাট্য : নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

সঙ্গীত পরিচালনা : হেমন্ত মুখার্জি

নারায়ণ পিকচার্স লিঃ এর পক্ষ হইতে শ্রীবিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত
ও অনুশীলন প্রেস, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।